কৃষিই সমৃদ্ধি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
কৃষি ভবন
৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০
পরিকল্পনা বিভাগ
www.badc.gov.bd

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের কৃষি খাতকে এগিয়ে নিতে বিএডিসি'র কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ, চেয়ারম্যান, বিএডিসি।
তারিখ ও সময়	:	২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২, দুপুর ০৩.০০ ঘটিকা।
স্থান	:	Zoom Cloud Platform (Online Meeting)
সভায় উপস্থিত	:	পরিশিষ্ট 'ক'

২.০ উপস্থাপনা:

সভায় Zoom Cloud Platform (Online Meeting) এ সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রধান, পরিকল্পনা জনাব মোঃ ফেরদৌস রহমান সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় বিএডিসি'র বিভাগীয় প্রধানগণসহ ৫ম গ্রেড বা তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাগণ সংযুক্ত ছিলেন।

৩.০ আলোচনা:

সভার শুরুতে প্রবন্ধ উপস্থাপক জনাব মো: ফেরদৌষ রহমান, প্রধান (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4IR) হলো আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া। স্বয়ংক্রিয়করণ, উন্নত যোগাযোগ এবং স্ব-পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সমস্যার বিশ্লেষণ, নিরুপণ ও সমাধান করার উত্তম প্রক্রিয়া। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হলো এমন কিছু যা আগে কখনো দেখা যায়নি, যা আগে কখনও কল্পনা করা যায়নি কিন্তু বর্তমানে তা বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। তিনি প্রথম শিল্প বিপ্লব হতে বর্তমানে চলমান চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে ধারাবাহিতভাবে বর্ণনা করেন।

সভায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আলোচিত প্রযুক্তিসমূহ যথা: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা/ মেশিন লার্নিং, ইন্টারনেট অফ থিংস (আইওটি), ভার্চুয়েল রিয়েলিটি/ অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ব্লকচেইন টেকনোলজি, বিগ ডাটা এনালাইসিস, ড্রোন/ স্বয়ংক্রিয় যান, থ্রিডি প্রিন্টিং, রোবোটিক্স,বায়ো-টেকনোলজি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

সভায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে তরুণের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৩০%। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আগামী ৩০ বছর জুড়ে তরুণ বা উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। বাংলাদেশের জন্য ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল ভোগ করার এটাই সব থেকে বড় হাতিয়ার। জ্ঞানভিত্তিক এই শিল্প বিপ্লবে প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে দক্ষ মানবসম্পদই হবে বেশি মূল্যবান। এই বিপ্লবের ফলে দেশের মানুষের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে জীবন মান বাড়বে। এছাড়া মানুষ জীবনকে বেশি মাত্রায় প্রযুক্তি নির্ভর করবে। আমদানি রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজ থেকে সহজতর হবে। ফলে বর্হিবিশ্বের আধুনিক জীবন ও জীবিকার উপকরণ দ্রুত পৌঁছে যাবে মানুষের হাতে। বর্তমানে দেশিয় হার্ডওয়ার, সফটওয়্যার রপ্তানির হার দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং এর বাজার সামনে আরো বিস্তৃত হবে। অনলাইন প্লাটফর্মকে পুঁজি করে কর্মসংস্থানকারীদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সঙ্গী করতে দেশের সাবমেরিন ক্যাবলের সক্ষমতাকে আরও বাড়াতে হবে।

সভাকে অবহিত করা হয় যে, চতুর্থ বিপ্লবের ফলে কর্মক্ষেত্রে ঝুকি হ্রাস পাবে, বিশেষায়িত পেশার বৃদ্ধি যেমন: ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবোটিকস কন্ট্রোল অপারেটর, অটোমেটেড প্যাকেজিং অপারেটর, থ্রিডি প্রিন্টার অপারেটর, আইটি ম্যানেজার, সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালিষ্ট, অগমেন্টেড রিয়েলিটি ডিজাইনার, বিগডাটা এনালিটিক্স ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। উৎপাদন শিল্পে নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পাবে, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে বড় পরিবর্তন, সামগ্রিক জীবনযাত্রার উন্নয়ন ঘটবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বনাম কৃষি ও খাদ্য শিল্প নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাকে অবহিত করা হয় যে, উদ্ভাবনধর্মী, সংযুক্ত সেন্সর জমিতে প্রাপ্ত তথ্য (পাতা-সংক্রান্ত, ভেজিটেশন ইন্ডেক্স, ক্লোরোফিল, তাপমাত্রা, পানির প্রাপ্যতা, বিকিরণ) সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

করতে পারবে। বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের ওপর ভিত্তি করে স্মার্টফোন দিয়ে সঠিক সময়ে পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করে ফলাফল, সময় এবং অর্থের দিক দিয়ে জমি পরিচালনাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে কার্যকর করা যাবে। খামারে সেন্সর ব্যবহার করে শস্যের অবস্থা বোঝা যাবে এবং সঠিক সময়ে ইনপুট এবং চিকিৎসা পরামর্শ পাওয়া যাবে। সেচের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হবে। খাদ্য শিল্পে আরও বেশি বেশি সুরক্ষা ও স্বচ্ছতা এবং পূর্ণ ডকুমেন্টেশন প্রয়োজন। নতুন প্রযুক্তি ট্র্যাকিং সিস্টেম হিসেবে এবং মানুষ ও পণ্যের ডাটা সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

সভায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বাস্তবায়নে অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা যেমন: উচ্চ ব্যয়, উপযুক্ত ব্যবসায়িক মডেলের সাথে খাপ খাওয়ানোর চ্যালেঞ্জ, অস্পষ্ট অর্থনৈতিক সুবিধা / অতিরিক্ত বিনিয়োগ; সামাজিক প্রতিবন্ধকতা যেমন: ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিষয়ক উদ্বেগ, নজরদারি এবং অবিশ্বাস, অংশীদারদের পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়ার অনীহা, কর্পোরেট আইটি ডিপার্টমেন্টের অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ার আশঙ্কা, সামাজিক বৈষম্য এবং অস্থিরতা বৃদ্ধি, স্বয়ংক্রিয় এবং আইটি নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ার জন্য বিশেষত শ্রমিকদের চাকরি হারানো ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও সভায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা যেমন: ব্যবস্থাপনা, মানদন্ড এবং সার্টিফিকেশন ফর্মের অভাব, জনসাধারণ বিশেষত বিরোধিতাকারীদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্যতা, অস্পষ্ট আইনি ব্যবস্থা এবং ডেটা সুরক্ষা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে দক্ষতার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয় । সভায় সংযুক্ত কর্মকর্তাগণ বিএডিসি'র কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার জন্য কৃত্রিম বুধিমত্তা এবং প্রযুক্তি নির্ভর কলাকৌশল নিয়ে বিএডিসি'র কার্যক্রম সম্পাদন করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। বিএডিসি'র আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা, আধুনিক সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদনে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের কৃষি খাততে এগিয়ে নিতে একমত পোষণ করেন।

প্রবন্ধ উপস্থাপক জনাব মো: ফেরদৌস রহমান, প্রধান (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, অতীত ইতিহাস বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, যে জাতি তরবারী রণকৌশলে বেশী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে তখন তারাই পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং বিশ্ব শাসন করেছে। যে জাতি পানি পথের অগাধ জ্ঞান অর্জন ও পানি পথের দখল আয়ত্ব নিতে পেরেছে তখন সে জাতি পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তৃতীয় বিশ্ব শাসন করেছে তারাই যারা আকাশ পথের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। যে জাতি যত বেশী ডিজিটাল প্রযুক্তিগত জ্ঞানে সমৃদ্ধশালী হবে তারাই ৪র্থ শিল্প বিপ্লব এর ফলে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে, পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে সক্ষম হবে।

৪.০ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:
৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের কৃষি খাতকে এগিয়ে নিতে বিএডিসি'র কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কে পুনরায় সভা/কর্মশালা আয়োজন করতে হবে এবং বিএডিসি'র কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

৫.০ পরিশেষে আর কোন বিষয়ে আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(এ এফ এম হায়াতুল্লাহ)
চেয়ারম্যান, বিএডিসি,
ও
সভাপতি
চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কিত অবহিতকরণ সভা,
বিএডিসি।